গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
মাদক-২ শাখা
www.ssd.gov.bd

নং- ৫৮.০০.০০০০.০৬২.০৬.০০৯.১৮(অংশ)- ৪২

তারিখঃ ০১ ফাল্গুন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটির ১ম সভা গত ২৭/১২/২০২০ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Online Platform) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ..... ফর্দ।

১৪/২/২০২১
(মুহাম্মদ আবদুর রউফ মিয়া)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৩২২৯

মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
৪১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

অনুলিপিঃ

১। সিনিয়র সচিব এর একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (মাদক অনুবিভাগ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
মাদক-২ শাখা
www.ssd.gov.bd

**জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি : জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান, জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি।

সভার তারিখ ও সময় : ২৭ ডিসেম্বর, ২০২০, বেলা ০২:৩০ ঘটিকা।

স্থান : Zoom Online Platform

সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। অতঃপর সভাটি পরিচালনা করার জন্য সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ সভায় সরাসরি উপস্থিত ও Zoom Online Platform এ যুক্ত সকলকে স্বাগত জানান এবং এ কমিটি গঠনের প্রেক্ষাপট ও কমিটির রূপরেখা সভাকে অবহিত করেন। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করার জন্য সভাপতির অনুমতিক্রমে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানান। সে পরিপ্রেক্ষিতে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত ও Zoom Online Platform এ যুক্ত সকলে সভার আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মূল্যবান মতামত প্রদান করেন।

০২। সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নোক্তভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ঃ

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুকূলে আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান | সভাপতির প্রারম্ভিক ভাষণের পর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাদকের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' ঘোষণা করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সীমিত জনবল ও লজিস্টিক সাপোর্ট নিয়ে মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনাসহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে।<br><br>তিনি আরো বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিরস্ত্র কর্মীবাহিনী সংঘবদ্ধ ও সশস্ত্র মাদক পাচারকারীদের দ্বারা প্রায়শই আক্রান্ত হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ২০১০ থেকে ২০২০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত রিভলবার-১৩টি, পিস্তল-৫৭টি, শটগান-০১টি, পাইপগান-০১টি, এয়ারগান-০৪টি, ম্যাগজিন-২৩টি এবং গুলি ৬৪৬ রাউন্ড উদ্ধার করেছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে সরাসরি এনফোর্সমেন্ট কাজের জন্য ১৮০০ জনবলের মঞ্জুরি রয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কর্মরত নিরস্ত্র কর্মী বাহিনী মাদক | (ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত মাদকের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। | মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর / সকল আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা। |

উদ্ধারের পাশাপাশি অনেক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে। এসব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে গিয়ে অনেক কর্মী জীবনের ঝুঁকিতে পড়েছে এবং গুরুতর আহত হয়েছেন। এ প্রেক্ষাপটে অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট কর্মীদের অস্ত্র প্রদানের প্রস্তাবটি বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন।

সভাপতি বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে কি ধরণের অস্ত্র দেয়া যায়, কিভাবে দেয়া যায় এবং কোন পর্যায় পর্যন্ত কি ধরণের অস্ত্র দেয়া যায় ইত্যাদি বিষয়গুলো ভালভাবে বিবেচনা করতে হবে। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধিদপ্তরকে অস্ত্র প্রদানের বিষয়ে সম্মানিত সদস্যদের মতামত আহবান করেন।

সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মচারীগণকে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এমনকি জীবনের ঝুঁকি নিয়েও অভিযান পরিচালনা করতে হয়। তিনি আত্মরক্ষার্থে অধিদপ্তরের কর্মীদের জন্য অস্ত্র দেওয়ার পক্ষে মতামত প্রদান করেন।

সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে বর্তমানে ৮০০ সিপাই রয়েছে এবং শূন্য পদে সিপাই পদে নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আগ্নেয়াস্ত্রবিহীন কর্মীবাহিনীকে অভিযানকালে অস্ত্রধারী মাদক অপরাধীদের আক্রমণের শিকার হতে হয়। তাই অন্যান্য বাহিনীর পাশাপাশি নোডাল এজেন্সি হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মীবাহিনীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রে সজ্জিত করা প্রয়োজন।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি, এমপি বলেন, মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনাকালে ব্যক্তিগত সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র থাকলে অভিযানকারী দলের ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানও কিছুটা সহজ হবে।

মাননীয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে অস্ত্র প্রদানের বিষয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সাথে একমত পোষণ করেন। তিনি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মী বাহিনীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে অস্ত্র প্রদানের জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন।

মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নান, এমপি তাঁর বক্তব্যে অধিদপ্তরকে অস্ত্র প্রদানের বিষয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও মাননীয় এলজিআরডি মন্ত্রীর সাথে সহমত পোষণ করেন।

মাননীয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জনাব ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি মাদক অপরাধ দমনে নিরস্ত্র মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | অধিদপ্তরকে অস্ত্র প্রদানের বিষয়ে অন্যান্য সদস্যদের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন।<br><br>মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুল মোমিন, এমপি বলেন, দেশে অস্ত্রধারী অনেক বাহিনী আছে। মাদক নিয়ন্ত্রণে আরেকটি অস্ত্র সজ্জিত বাহিনীর প্রয়োজন আছে কিনা তা ভাবতে হবে। তিনি আরো বলেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে অনুরূপ বাহিনী/সংস্থার সদস্যগণের অস্ত্র রয়েছে কিনা এ বিষয়ে জানতে হবে।<br><br>জনাব নঈম নিজাম, সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে প্রস্তাবিত অস্ত্র প্রদান করা হলে নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিতের পাশাপাশি তারা আরো বেশি সফল অভিযান ও মামলা উদঘাটনসহ মাদক অপরাধ দমনে আরো কার্যকর ভুমিকা রাখতে পারবে।<br><br>ডাঃ অরুপ রতন চৌধুরী, সভাপতি, মানস অধিদপ্তরকে অস্ত্র প্রদানের বিষয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও মাননীয় এলজিআরডি মন্ত্রীর সাথে একমত পোষণ করে বলেন, মাদক অপরাধীরা প্রায়ই বৈধ/অবৈধ অস্ত্রে সজ্জিত থাকে। তাই সশস্ত্র অপরাধীদেরকে চ্যালেঞ্জ করতে হলে সশস্ত্র কর্মী প্রয়োজন।<br><br>ডাঃ মোহিত কামাল, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট মাদক অপরাধ দমনে নিরস্ত্র মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে অস্ত্র প্রদানের বিষয়ে অন্যান্য সদস্যদের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন।<br><br>সভাপতি বলেন, কমিটির সম্মানিত সদস্যদের মতামতের আলোকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে অস্ত্র প্রদানের বিষয়ে সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে উক্ত কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে কোন পর্যায় পর্যন্ত কোন কোন ধরণের অস্ত্র দেয়া যায়, অস্ত্রের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং প্রশিক্ষণের সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করবেন। | (খ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অস্ত্র প্রদানের জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাঁর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কোন পর্যায় পর্যন্ত কোন কোন ধরণের অস্ত্র দেয়া যায়, অস্ত্রের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং প্রশিক্ষণের সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রদান করবেন। সে অনুযায়ী উপদেষ্টা কমিটির পরবর্তী সভায় বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে। | সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২ | দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কুরিয়ার সার্ভিস ও এক্সপোর্ট কার্গোর উপর নজরদারি | মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন, বর্তমানে কুরিয়ার সার্ভিস ও এক্সপোর্ট কার্গো ব্যবহার করে মাদক পাচারকারীদের দেশে-বিদেশে মাদক পাচারের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে মাদক পাচাররোধে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ডাক ও কুরিয়ার সার্ভিস এবং এক্সপোর্ট কার্গোর উপর নজরদারি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পাশাপাশি কুরিয়ার সার্ভিসসমূহকে NID Server এ Access দেয়া ও ড্রাগ ডিটেকটর ডিভাইস ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা প্রয়োজন।<br>সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ বলেন, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে কুরিয়ার সার্ভিসসমূহকে NID Server এ Access দেয়া ও ড্রাগ ডিটেকটর ডিভাইস ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা সমীচীন হবেনা। আন্তর্জাতিক ডাক ও কুরিয়ার সার্ভিসসমুহ পার্শ্বেল প্রেরণকারীর পূর্নাঙ্গ নাম-ঠিকানা, ছবি, এনআইডি'র ফটোকপি সংরক্ষণ করতে হবে। | মাদক পাচাররোধে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ডাক ও কুরিয়ার সার্ভিসসমূহ পার্শ্বেল প্রেরণকারীর পূর্ণাঙ্গ নাম-ঠিকানা, ছবি ও এনআইডি'র ফটোকপি সংরক্ষণ করবেন। | মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ সভাপতি, বেসরকারী কুরিয়ার সার্ভিস সমিতি। |
| ৩ | বন্দরসমূহে আধুনিক স্ক্যানার স্থাপন ও ডগ স্কোয়াড মোতায়েন | মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন, অবৈধ মাদকের অনুপ্রবেশ রোধে দেশের সকল বিমানবন্দর, নৌবন্দর ও স্থলবন্দরে মাদক সনাক্তকরণে আধুনিক স্ক্যানার স্থাপন ও ডগ স্কোয়াড মোতায়েন করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্ক্যানার সংগ্রহের পূর্ব পর্যন্ত বন্দরসমূহে পরিচালিত স্ক্যানারের মাধ্যমে তদারকি কার্যক্রমে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সম্পৃক্তকরণ ও বন্দরসমূহে ডগ স্কোয়াড মোতায়নের বিষয়ে সভায় আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।<br><br>ডাঃ অরুপ রতন চৌধুরী, সভাপতি, মানস বলেন, এয়ারপোর্টে ডগ স্কোয়াড রাখার বিষয়ে জোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন।<br><br>সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় বলেন, স্থল বন্দরে নজরদারি বাড়ানোর জন্য স্ক্যানার স্থাপন ও ডগ স্কোয়াড মোতায়েন করার জন্য ডিএনসিকে প্রয়োজনে স্পেস দেয়া যাবে। এতে চেয়ারম্যান, স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সম্মতি জানিয়েছেন।<br><br>মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, ভারত ও মায়ানমার হতে মাদক অনুপ্রবেশ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অনুপ্রবেশকৃত মাদক উদ্ধারের জন্য ডগ স্কোয়াড মোতায়েনের বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন।<br><br>সভাপতি বলেন, দেশের বন্দরগুলোতে মাদক সনাক্তকরণের জন্য ডগ স্কোয়াড মোতায়েনের লক্ষ্যে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর একটি প্রকল্প প্রণয়ন করবেন। উক্ত প্রকল্প পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বন্দরগুলোতে ডগ স্কোয়াড মোতায়েনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। | বিমান বন্দরগুলোতে মাদক সনাক্তকরণের জন্য ডগ স্কোয়াড এর বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর একটি প্রকল্প প্রণয়ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। | মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৪ | মোবাইল ট্র্যাকারে Access এর ব্যবস্থা | মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন, মাদক পাচারকারীদের অবস্থান নিশ্চিত করা ও গতিবিধি ট্রেস করার জন্য মোবাইল ট্র্যাকার প্রয়োজন।<br><br>সভাপতি বলেন, মোবাইল ট্রাকিং একটি স্পর্শকাতর বিষয়। ফলে এ মুহূর্তে মোবাইল ট্রাকার ক্রয় করা সমীচীন হবেনা। তবে মাদক চোরাকারবারীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য এবং তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাদক চোরাকারবারীদের গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে এনটিএমসির কার্যালয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। | (ক) মাদক চোরাকারবাকারী ও মাদক অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সিন্ডিকেট এর তথ্য উদঘাটন ও অবস্থান নির্ণয়ের স্বার্থে এনটিএমসি'তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।<br><br>(খ) সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় লিখিত আদেশের মাধ্যমে উক্ত কর্মকর্তাকে এনটিএমসিতে Access প্রদান করবেন। | সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ/মহাপরিচালক, এনটিএমসি/ মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। |
| ৫ | কোভিড-১৯ (নোভেল করোনা ভাইরাস) এর কারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মাদকবিরোধী জন সচেতনতামূলক কার্যক্রম | মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন, মাদকের চাহিদা হ্রাসের জন্য মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসাধারণকে বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী ও যুবদেরকে সচেতন করার লক্ষ্যে অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরণের গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কোভিড-১৯ এর কারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মাদকবিরোধী জন সচেতনতামূলক কার্যক্রমকে কিভাবে এগিয়ে নেয়া যায় সে লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।<br>সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক তৈরিকৃত মাদকবিরোধী টিভিসি, শর্ট ফিল্মসহ গণসচেতনতামূলক বিষয়গুলো গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।<br><br>সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ বলেন, মাদকবিরোধী প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে মাদকের কুফল সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার নিমিত্ত প্রচার প্রচারণার পাশপাশি এনফোর্সমেন্ট আরো বাড়ানো প্রয়োজন।<br><br>জনাব নঈম নিজাম, সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন বলেন, বেসরকারী টেলিভিশন মালিকদের সংগঠন এ্যাটকো'র সাথে কথা বলে মাদকবিরোধী প্রচারণাসমূহ বেশি বেশি প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।<br><br>জনাব ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা মাননীয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক | (ক) তথ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন মালিক সমিতি (ATCO) এর নেতৃ-বৃন্দের সাথে আলোচনা করে কোভিড- ১৯ এর কারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মাদকবিরোধী টিভিসি, শর্টফিল্ম ইত্যাদি গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমকে গণ-যোগাযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।<br><br>(খ) কোভিড-১৯ এর কারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকবিরোধী গণ-সচেতনতামূলক কার্যক্রম | সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ/তথ্য মন্ত্রণালয়/ মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | প্রতিমন্ত্রী বলেন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সারাদেশে প্রায় ৮০০০ এ্যাডলোসেন্ট ক্লাব রয়েছে। এ এ্যাডলোসেন্ট ক্লাবের মাধ্যমে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম প্রচার করা যেতে পারে।<br>সভাপতি বলেন, চলমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে মাদকবিরোধী প্রচারণামূলক কাজ কিভাবে বাড়ানো যায় সে বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ কে নিয়ে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভার আয়োজন করবেন। | কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায় সে বিষয়ে কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করবেন। | |
| ৬ | বিদেশগামী কর্মীদের মাদক অপরাধ ও মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতন করা | মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন, সম্প্রতি বিদেশগামী ও বিদেশে অবস্থানরত কতিপয় বাংলাদেশি কর্মী মাদকাসক্ত ও মাদক পাচারের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ফলে বহির্বিশ্বে দেশের শ্রমবাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশংকা রয়েছে।<br><br>সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ বলেন, মাদক পাচারের সাথে সম্পৃক্ত থাকার জন্য বিদেশ হতে লোক ফেরত পাঠানো হচ্ছে। এতে শ্রম বাজার নষ্ট হচ্ছে। মাদক সাথে নিয়ে যাতে কেউ বিদেশ যেতে না পারে সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।<br><br>মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সংশ্লিস্ট এয়ারলাইনসসমূহ তাদের যাত্রীরা নিজ নিজ মালামাল নিজ দায়িত্বে প্যাকিং করেছে কিনা তা নিশ্চিত করবেন।<br><br>সভাপতি বলেন, বিদেশগামীদের মধ্যে মাদকবিরোধী প্রচারণা বাড়াতে হবে। জনশক্তি রপ্তানীকারকদের মাধ্যমে এবং বিদেশগামীদের প্রশিক্ষণকালে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে পত্র দিতে হবে। | (ক) জনশক্তি রপ্তানীকারকদের মাধ্যমে এবং বিদেশগামীদের প্রশিক্ষণকালে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।<br>(খ) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিদেশগামী কর্মীদেরকে মাদক অপরাধ ও মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।<br>(গ) বিদেশে অবস্থানরত কর্মীদেরকে সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস মাদক অপরাধ ও মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। | সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়/ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ সুরক্ষা সেবা বিভাগ/ মহাপরিচালক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। |
| ৭ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কার্যক্রম | মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটির কর্মপরিধি (TOR) অনুযায়ী একটি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সভায় উপস্থাপন করেন। | (ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটির কর্মপরিধি (TOR) অনুযায়ী প্রণীত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। | মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন, মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকে মাদকের কুফল সম্পর্কিত অধ্যায়গুলো হালনাগাদ করার লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের মাধ্যমে সচিব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।<br><br>মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত মাদকবিরোধী বিষয়গুলোর বেশকিছু ইতোমধ্যে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেগুলো এ বছর অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি সেগুলো আগামী বছরে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।<br><br>মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান, এমপি বলেন, মাদকাসক্তির বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণে মাদকের কুফল বিষয়ক আলোচ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইমাম প্রশিক্ষণ ও গণশিক্ষা প্রশিক্ষণের মডিউলেও মাদক বিরোধী প্রচারণার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। | (খ) মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকে মাদকের কুফল সম্পর্কিত অধ্যায়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত বিষয়গুলোর মধ্যে যেগুলো ২০২১ সালের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি সেগুলো আগামী ২০২২ সালের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হলো। | সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড |
| ৮ | মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণ | মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকাসক্তদের চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আনার কাজ করছে। বিগত ২০০৯ সাল হতে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ১,৩৮,২৪৭ জন এবং বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ৮৫,২৭১ জনসহ মোট ২,২৩,৫১৮ জন মাদকাসক্ত রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকায় ১২৪ শয্যার কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র এবং রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ২৫ শয্যা বিশিষ্ট বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে। সিলেট ও বরিশালে ২৫ শয্যা বিশিষ্ট নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। ঢাকা ব্যতীত ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যার নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে উন্নীত করার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত ৪৪টি জেলায় বেসরকারি পর্যায়ে ৩৫০টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। দেশের সকল সরকারি হাসপাতাল ও কারাগারে মাদকাসক্তের জন্য পৃথক ওয়ার্ড স্থাপনের লক্ষ্যে অধিদপ্তর হতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। | মাদকাসক্তদের চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আনার লক্ষ্যে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। | মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। |
| ৯ | মাদকাসক্ত সনাক্তকরণে ডোপটেস্ট প্রবর্তন | মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এ ডোপটেস্টের বিধান রয়েছে। এ লক্ষ্যে ডোপটেস্ট বিধিমালা, ২০২০ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি ডোপটেস্ট ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য 'মাদকাসক্ত সনাক্তকরণে ডোপটেস্ট প্রবর্তন (প্রথম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সকল পর্যায়ে ডোপটেস্ট বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। | (ক) নতুন চাকুরিতে নিয়োগকালে এবং সকল গাড়ীচালকদের আবশ্যিকভাবে ডোপটেস্ট করতে হবে। | সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/ মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | সভাপতি বলেন, নতুন চাকুরিতে সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে আইন শৃংঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এবং পরিবহন শ্রমিকের জন্য ডোপটেস্টের বিধান রেখে ডোপটেস্ট বিধিমালা তৈরি করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অনেক সদস্যকে ডোপটেস্ট করে পজেটিভ পাওয়ায় চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে। | (খ) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে ডোপটেস্ট বিধিমালা চূড়ান্ত করবেন। | চেয়ারম্যান, বিআরটিএ। |
| ১০ | মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন | মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে চিকিৎসাপ্রাপ্ত মাদকাসক্ত রোগীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজ সেবা অধিদপ্তর এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে MoU করা প্রয়োজন। | সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে চিকিৎসাপ্রাপ্ত মাদকাসক্ত রোগীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজ সেবা অধিদপ্তর এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক MoU করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়/ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়/ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর/ সমাজসেবা অধিদপ্তর/ মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর। |
| ১১ | বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি নীতিমালা প্রণয়নের জন্য কারিগরি কমিটি গঠন | মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন, কলম্বো প্ল্যানের আওতায় মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক কলম্বো প্ল্যানের কারিকুলাম অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মানের ইকো প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটির ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় বেসরকারী মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রসমূহের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি নীতিমালা প্রণয়নের জন্য একটি কারিগরি কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তা জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটির সভায় উপস্থাপনের অনুরোধ করা হয়। তিনি আরো বলেন, অধিদপ্তর হতে 'বেসরকারি মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিধিমালা-২০২০' প্রণয়নের কাজ চলছে এবং প্রস্তাবিত বিধিমালায় বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রতিফলিত হবে। তদুপরি এ লক্ষ্যে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।<br><br>ডাঃ মোহিত কামাল বেসরকারী মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রসমূহের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি নীতিমালা প্রণয়নের জন্য কারিগরি কমিটি গঠনের বিষয়ে আলোকপাত করেন। | প্রস্তাবিত 'বেসরকারি মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিধিমালা-২০২০' চূড়ান্ত হওয়ার পর মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কারিগরি কমিটি গঠনের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। | মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১২ | বোর্ড তহবিল | মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৬৯ (২)(খ) অনুযায়ী জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড তহবিল ও এতদসংক্রান্ত জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং বিলুপ্ত বোর্ড তহবিলে গচ্ছিত সকল অর্থ সরকারি কোষাগারে স্থানান্তরের নির্দেশনা রয়েছে। বর্তমানে বোর্ড তহবিলে ১,৮৭,২১,৫৬২/- (এক কোটি সাতাশি লক্ষ একুশ হাজার পাঁচশত বাষট্টি) টাকা জমা রয়েছে। এ অর্থ দিয়ে নতুন তহবিল গঠন করা যেতে পারে অথবা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা যেতে পারে। | বিলুপ্তকৃত জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড তহবিলে জমাকৃত অর্থ দিয়ে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন/ মাদকবিরোধী প্রচারণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করবেন। | সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ/ মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। |
| ১৩ | অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রেশন ও ঝুঁকিভাতা প্রদান | মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন, অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেড হতে তদনিম্ন গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জানুয়ারী, ২০২০ হতে রেশন প্রদান করা হচ্ছে। অন্যান্য সংস্থার ন্যায় অধিদপ্তরের ৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাদের রেশনের আওতায় আনার বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুকূলে ঝুঁকিভাতা প্রদানের বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। | (ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর রেশনের প্রাধিকার প্রাপ্ত অন্যান্য সংস্থার ন্যায় অধিদপ্তরের ৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাদেরকে রেশনের আওতায় আনয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।<br>(খ) অধিদপ্তরের মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঝুঁকিভাতা প্রদানের বিষয়ে আরও যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। | সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ/ মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। |
| ১৪ | আইন ও বিধিমালা | মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ কে যুগোপযোগী করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণীত হয়েছে, যা ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এবং গত ২৬ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এর অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেন, উক্ত আইনের ধারা ৬৮ মোতাবেক (ক) অ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ; (খ) মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন, মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা; (গ) লাইসেন্স, পারমিট ও ফিস; (ঘ) বাজেয়াপ্তকরণ; (ঙ) ডোপটেস্ট; (চ) অফিসার-কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি বিধিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। | নতুন আইনের আলোকে বিধিমালা প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। | সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ/ মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। |
| ১৫ | মাদক সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি | মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন, বর্তমানে সারাদেশে প্রায় ০৪ (চার) লক্ষ মাদক সংক্রান্ত মামলা বিচারাধীন রয়েছে।<br><br>সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ বলেন, মাদক মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য যেখানে মাদক মামলা বেশি সেখানে অতিরিক্ত জেলা জজ পর্যায়ে মামলাগুলো বিচারের জন্য দেয়া হবে অথবা আদালত নির্ধারণ (Dedicated) করে দেয়া হবে। | সারাদেশে মাদক সংক্রান্ত মামলাগুলোর বিচার কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্নের লক্ষ্যে প্রতি জেলায় বিশেষ এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত গঠনের জন্য আইন মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। | সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ/ মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৬ | আর্ন্তজাতিক দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক। | মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন, মাদকদ্রব্যের চোরাচালান রোধে ইতোমধ্যে ভারত ও মায়ানমারের সাথে মহাপরিচালক পর্যায়ে একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত মহাপরিচালক পর্যায়ে ০৬টি দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সর্বশেষ বৈঠক ১০-১১ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে । বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত পর্যায়ে সমস্যাসমূহ স্থানীয়ভাবে সমাধানে নিয়মিত ডিসি-ডিএম সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলাদেশ-মায়ানমার মহাপরিচালক পর্যায়ে ০৪টি দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সর্বশেষ সভা ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে (Zoom) অনুষ্ঠিত হয়েছে । | মাদকদ্রব্যের চোরাচালান রোধে প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং দ্বি-পাক্ষিক, ত্রি-পাক্ষিক বৈঠকসহ প্রচলিত ডিসি-ডিএম সভা অব্যাহত রাখতে হবে। প্রয়োজনে ভার্চুয়াল বৈঠক/সভা করা যেতে পারে। | সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ/ মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। |

০৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(আসাদুজ্জামান খান, এমপি)
মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান, জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি।